পাক্ষিক

আহমদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সা:) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়তকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মর্যাদা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ্ (মওউদ আ:)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক : এ. এইচ. এম. আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা

১৯শে ভাদ্র ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ ইং ॥ ৭ই জেলহজ্জ ১৪০৩ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩

৩৭শ বর্ষ
৯ম সংখ্যা

বিষয়	লেখক	
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আল-আনআম (৮ম পারা, ১৯শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ : 'মুসলমানের মৌলিক কর্তব্য'	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২
* অমৃত বাণী : 'জেহাদ সম্পর্কিত প্রচলিত মতবাদের' কুফল	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৪
* জুম্‌য়ার খোৎবা : (১)	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৬
* জুম্‌য়ার খোৎবা : (২)	অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২১
* সংবাদ : * দূরপ্রাচ্যে হুজুরের তবলীগি সফর : * ডেটরায়েটে আমেরিকান জামাত আহ্‌মদীর বার্ষিক সম্মেলন : * কুরেশী মোঃ হানিফের ইন্তেকাল :	সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	

পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে

পাক্ষিক 'আহমদী'-এর পক্ষ হইতে সকল পাঠক-পাঠিকার ও দেশবাসীর খেদমতে **"আন্তরিক ঈদ-মোবারক।"**

আমাদের আন্তরিক কামনা ও বিনীত দোওয়া—পবিত্র ঈদুল আজহার মহান কুরবানীর মৌল শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে যথার্থরূপে প্রতিফলিত হউক এবং উহার ফলশ্রুতিতে সারা বিশ্বে ইসলামের শান্তিপূর্ণ ও কল্যাণময় শিক্ষার বিস্তার ও চূড়ান্ত বিজয় সাধিত হউক। আমীন।

(সম্পাদক)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৩ইং : ২৯শে ভাদ্র ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই তবুক ১৩৬২ হিঃ শামসী

সুরা আল-আনআম

[ইহা মক্কী সুরা, বিসমিল্লাহ্ সহ ইহার ১৬৬ আয়াত ও ২০ রুকু আছে]

অষ্টম পারা **১৯শ রুকু**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫২। তুমি বল, এস. তোমাদের রব্ব তোমাদের উপর যাহা হারাম করিয়াছেন, আমি তাহা তোমাদিগকে পড়িয়া শুনাই, (তাঁহার আদেশ হইল) যে তোমরা তাঁহার সহিত কোন কিছুকে শরীক করিও না. এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার কর. এবং দারিদ্রের কারণে নিজেদের সন্তানদিগকে হত্যা করিবে না ; আমরা তোমাদিগকে রিয্ক দিয়া থাকি এবং তাহাদিগকেও (দিয়া থাকি) এবং তোমরা কখনও অশ্লিলতার নিকট যাইও না. উহা প্রকাশ্য হউক বা অপ্রকাশ্য এবং যে প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করিয়াছেন, তোমরা (শরীয়ত অথবা আইনের) বিচার ছাড়া কখনও তাহাকে হত্যা করিও না ; তিনি তোমাদিগকে এই বিষয়ে তাগিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন, যাহাতে তোমরা আক্কেল দ্বারা কাজ করিতে পার।

১৫৩। এবং (এই আদেশও দিয়াছেন যে) তোমরা সর্বোত্তম পথ ছাড়া এতীমদের মালের নিকট যাইও না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা সাবালক হয়, এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে মাপ ও ওজন পুরা দাও ; আমরা কাহারও উপর তাহার সাধ্যের অতীত ভার অর্পন করি না ; এবং যখন তোমরা (কাহারও সম্বন্ধে) কথা বল তখন নিকট-আত্মীয় হইলেও ন্যায়সঙ্গত কথা বলিও এবং আল্লাহর চুক্তি পুরা কর ; ইহাই (বিষয় বস্তু,) যাহার তিনি তোমাদিগকে তাগিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।

১৫৪। এবং নিশ্চয় ইহা আমার সরল পথ. অতএব তোমরা ইহার অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করিও না, নচেৎ সেগুলি তোমাদিগকে তাঁহার পথ হইতে এদিক-সেদিক লইয়া যাইবে ; তিনি তোমাদিগকে এই বিষয়ের তাগিদপূর্ণ আদেশ দিতেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর ;

১৫৫। এবং যে ব্যক্তি নেক কাজ করে, তাহার উপর নে'মত পুরা করার জন্য এবং প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এবং হেদায়েত দেওয়ার ও রহম করার উদ্দেশ্যে আমরা মুসাকে কিতাব দিয়াছিলাম যেন তাহারা তাহাদের রব্বের সহিত সাক্ষাতে ঈমান আনে। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ)

হাদিস শরীফ

আল্লাহ, রসুল, প্রশাসন ও সর্বসাধারণের প্রতি মুসলমানের মৌলিক কর্তব্য

(১) হযরত তামীম দারী (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম বলিয়াছেন : "দ্বীন বলিতে অকপট হিতাকাঙ্খা ও আন্তরিক নিষ্ঠাকেই বুঝায়।" আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার প্রতি হিতাকাঙ্খা ও আন্তরিকতা পোষণ করিতে হইবে ? হুজুর পাক (সাঃ) বলিলেন : আল্লাহতায়ালা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রসুল, মুসলমানগণের ইমাম ও নেতা এবং তাহাদের সর্বসাধারণের প্রতি।"

(মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান, পৃঃ ৩৪)

(২) হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : "তিনটি বিষয়ে মুসলমানের দিল, কখনও খিয়ানত করে না—(১) আল্লাহতায়ালার প্রতি কার্যতঃ আন্তরিক নিষ্ঠা প্রদর্শনে ; (২) শাসক-প্রশাসকদের প্রতি অকপট হিতাকাঙ্খা প্রদর্শনে ; (৩) মুসলমানদের জামাতের সহিত সম্পর্করক্ষার বিষয়ে।"

(কুশায়রিয়া, বাবুল ইখলাস পৃঃ ১০৪)

(২) হযরত তারেক বিন আশীম (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : "আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নাই—যে ব্যক্তি একথা স্বীকার করিয়াছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাহা কিছুর উপাসনা করা হয় উহাদেরকে অস্বীকার করিয়াছে, তাহার জান-মাল (আইনানুগ) সম্মাননা ও নিরাপত্তা লাভের উপযুক্ত এবং বাদবাকি তাহার হিসাব আল্লাহতায়ালার উপর ন্যাস্ত।"

(মুসলিম শরীফ—কিতাবুল-ঈমান পৃঃ ২৫)

(৪) হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামায পড়ে, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে এবং আমাদের জবেহ করা হইতে খায়—সে ব্যক্তি হইল মুসলমান, যাহার হেফাজত ও সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের উপর ন্যাস্ত। সুতরাং আল্লাহর দায়দায়িত্বের বেহুরমতি হইতে দিও না।" (বোখারী শরীফ—কিতাবুস-সালাত পৃঃ ৫৬)

(৫) হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন : "যাহার জিহ্বা ও হস্ত হইতে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে প্রকৃতপক্ষে সে

ব্যক্তিই মুসলমান এবং আল্লাহতায়ালা যাহা নিষেধ করিয়াছেন তাহা যে ব্যক্তি পরিহার করে সেই (প্রকৃতপক্ষে) মুহাজের।" (বোখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান পৃঃ ৬)

(৬) হযরত সাহল বিন হুনায়ফ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন : "যে ব্যক্তি সর্বান্তঃকরণে আল্লাহর নিকট শাহাদত লাভের কামনা করে তিনি তাহাকে শহীদের মঞ্জিলে পৌঁছাইয়া দিবেন যদিও সে নিজ শয্যায় মৃত্যুবরণ করে।"

(মুসলিম শরীফ—কিতাবুল জিহাদ পৃঃ ২৩৩)

সংকলন ও অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয় ?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দুর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক :—এইচ, পি, বি, ল্যাবর‍্যাটরীজ

পরিবেশক :—হোমিও প্রচার ভবন,

বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা।

১, আবদুল গণি রোড,

জি. পি. ও বক্স নং ৯০৯ ঢাকা—২ ফোন : ২৫৯০২৪

হযরত ইমাম মাহদী আঃ এর

অমৃতবাণী

জেহাদ সম্পর্কিত প্রচলিত ব্যাখ্যা ও মতবাদ মানবতা বিরোধী এবং ইসলামের গোড়ায় কুঠারাঘাত

,'তরবারির দ্বারা ইসলামকে বিস্তার দেওয়া উচিত—এই আকীদা (ধর্ম-বিশ্বাস) দুনিয়ার বিগত সত্যকার মুসলমানগণ কখনও পোষণ করেন নাই, বরং সর্বদা ইসলাম উহার সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করিয়াছে। সুতরাং যে সকল লোক নিজেকে মুসলমান নামে অভিহিত করে, কিন্তু তাহারা কেবলমাত্র এই-টুকুই জানেন যে, ইসলামকে তলোয়ারের দ্বারা (জোরপূর্বক) বিস্তার দেওয়া উচিত, তাহারা বস্তুতঃ ইসলামের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী নহেন এবং তাহা স্বীকার করেন না বলিয়াই প্রতীয়মান হয় এবং বস্তুতঃ তাহাদের কর্মধারা ও আচরণও হিংস্র ইতর প্রাণী সুলভ আচরণের তুল্য।" ('তরাইয়াকুল কুলুব,' পৃঃ ৩৫)

'কুরআন করীমে পরিষ্কার আদেশ রহিয়াছে যে, ধর্ম বিস্তারের উদ্দেশ্যে তলোয়ার ধারণ করিও না, বরং ধর্মের সাক্ষাৎ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহকে পেশ কর এবং নেক নমুনা ও উত্তম আদর্শ ও দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট কর। এই ধারণা পোষণ করিও না যে, শুরুতে ইসলামে তলোয়ার চালাইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। কেননা সেই তলোয়ার দ্বীনকে বিস্তার দানের উদ্দেশ্যে চালান হয় নাই, বরং শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার কিম্বা শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই চালান হইয়াছিল। কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি ও বল প্রয়োগ করা কখনও উদ্দেশ্য ছিল না।" ('সিতারা কায়সারিয়া,' পৃঃ ১৬)

"চিন্তা করা উচিত যে, যদি দৃষ্টান্তস্থলে কোন ব্যক্তি কোন সত্য ধর্মকে এই জন্য গ্রহণ না করে যে উহার সত্যতা, পবিত্র শিক্ষা এবং গুণগত বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সে পরিজ্ঞাত ও ওয়াকেফহাল হইতে পারে নাই, তাহা হইলে এইরূপ ব্যক্তির সহিত কি এই আচরণ সমীচীন হইতে পারে যে, সহসা তাহাকে কতল করিয়া ফেলা হউক? বরং এই প্রকারের ব্যক্তি তো করুণার পাত্র এবং সে ইহারই যোগ্য যে, নম্রতা ও শিষ্টাচারের সহিত সেই ধর্মের সত্যতা, গুণগত বৈশিষ্ট্য এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও উপকারিতা তাহার সামনে যেন তুলিয়া ধরা হয়।

তাহার অস্বীকৃতির জবাব তরবারি বা বন্দুকের দ্বারা কখনও দোওয়া উচিত হইবে না। সুতরাং এই জামানায় এই শ্রেণীর সকল ইসলামী ফেরকা বা দলের জেহাদ সম্পর্কিত প্রচলিত মসলা বা মতবাদ এবং তৎসঙ্গে তাহাদের এই শিক্ষা যে, অদূর ভবিষ্যতে সেই যুগ আসিতেছে, যখন এক খুনি ও রক্তপাতকারী মাহদী পয়দা হইবেন, যাহার নাম হইবে ইমাম মোহাম্মদ এবং মসীহ তাঁহার সাহায্যার্থে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন, এবং উভয়ে মিলিয়া দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিমকে ইসলামের প্রতি তাহাদের অস্বীকৃতির জন্য কতল করিবেন—ইহা চরম পর্যায়ের নৈতিকতা বিরোধী মতবাদ। ইহা কি সেই আকীদা নয়, যাহা ইনসানিয়ত বা মানবতার সকল পবিত্র গুণ ও শক্তিকে অচল ও স্তব্ধ করিয়া দেয়? এবং হিংস্র ও ইতর প্রাণী সুলভ প্রবৃত্তি ও উত্তেজনাকে জন্ম দান করে? তেমনিভাবে এই প্রকারের আকীদা ও মত পোষণকারীদিগকে অন্যান্য সকল জাতির সহিত মুনাফেক বা কপটসুলভ জীবন যাপন করিতে হয়—তাই নয় কি?" ("মসীহ হিন্দোস্তান মেঁ")

"স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জেহাদের বিষয়টি বর্তমান মৌলভী নামে আখ্যায়িত ইসলামী আলেমগণ যেভাবে বুঝিয়াছেন এবং তাঁহারা জনসাধারণের সমক্ষে এই বিষয়টির স্বরূপ যেভাবে বর্ণনা করেন, তাহা কখনও শুদ্ধ ও সঠিক নহে। বরং ইহার ফলশ্রুতি ইহা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, এই সকল লোক তাহাদের উত্তেজনাপূর্ণ ওয়াজ এবং (মনগড়া) বিবৃতি ও ব্যাখ্যার দ্বারা সাধারণ শ্রেণীর লোকজনকে হিংস্র জীব বিশিষ্ট করিয়া তোলেন এবং ইনসানিয়াত ও মানবতার সকল পবিত্র গুণ হইতে তাহাদিগকে বেনসীব ও বঞ্চিত করেন। প্রকৃতপক্ষে তদ্রূপই সংঘটিত হইয়াছে।

আমি সুনিশ্চিত জানি যে, কেন এবং কি কারণে ইসলামের প্রাথমিক কালে যুদ্ধ করার প্রয়োজন হইয়াছিল। উহার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ এবং বাসনা-কামনার অনুবর্তী এই সকল লোকের মাধ্যমে যত সব খুন ও রক্তপাত সংঘটিত হয়, সেই সবের গোনাহ্‌র ভার ঐ সকল মৌলবীগণের স্কন্ধেই বর্তায়, যাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে (জেহাদ সম্পর্কিত) এইরূপ মসলা শিক্ষা দিতে তৎপর, যাহার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম বেদনাদায়ক রক্তপাতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।" ("ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ও জেহাদ," পৃঃ ৫-৭)

অনুবাদ: মৌঃ **আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ**

"আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ।..... .....আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে-বন্দরে ঘোষণা করিব, 'এই তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?" (হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আঃ কর্তৃক প্রণীত 'আমাদের শিক্ষা' পৃষ্ঠা ১৮)

[১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ইং মসজিদে আহমদীয়া, মার্টিন রোড, করাচীতে প্রদত্ত]

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২২শে ওফা ১৩৬২ হিঃ শাঃ ২২শে জুলাই ১৯৮৩ইং মসজিদে-আকসা রাবওয়ায় প্রদত্ত]

সমগ্র বিশ্বই এখন দাঙ্গা ও দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত এবং জগৎ জোড়া কতিপয় নাশকতামূলক শক্তি দাঙ্গা বাঁধাইতে উদ্যত।

ইহা একটি বাস্তব সত্য যে প্রতিটি আহমদী নিজ নিজ মাতৃভূমিতে দেশ প্রেমিক এবং শেদ-প্রেম তাহার ঈমানের অঙ্গ।

প্রতিটি দেশ-প্রেমিক আহমদীর কর্তব্য সে যেন কোন কিছুর মূল্যেও দেশে অশান্তি ও দাঙ্গা ঘটিতে না দেয়, শান্তি বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকে এবং যথাসম্ভব পরম ধৈর্য প্রদর্শন করে।

আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাচ্চা গোলাম ও সত্যিকার দাস হিসাবে আমাদিগকে অনিবার্যরূপে নিজেদের জন্যও এবং অপরাপরের জন্যও দোওয়া করা উচিত।

আল্লাহতায়ালার ইহা এক চির প্রবাহমান আমোঘ বিধান যে, পরিণামে অবশ্যম্ভাবীরূপে মুত্তাকীদের বিজয় সাধিত হইয়া থাকে।

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা বেনাসরেহিল আযিয) নিম্নলিখিত কুরআনী আয়াত তেলাওয়াত করেন :

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى الارض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين ٥ (سورة القصص : ايت ٨٣)

তারপর বলেন : ক্রমাগত প্রকাশমান কতকগুলি লক্ষণ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই দেশে কতিপয় লোক অশান্তি ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাঁধাইতে ও উহা বিস্তার দিতে উদ্যত এবং ইহার জন্য তাহারা যেন ঋণ করিয়া বসিয়াছে। (ادھار کھا کے بیٹھے ہیں) 'উধার খায়ে বাইঠে'— এই উর্দু মোহাবেরা বা বাগ্‌ধারাটিও বড়ই মনমুগ্ধকর। যেমন, কেহ কাহারও নিকট হইতে

টাকা ঋণ বা পারিতোষিক হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং বলিতেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তোমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া না দেই এবং এই ফাসাদ ও হাঙ্গামা বাঁধাইয়া না দেই, ততক্ষণ পর্যন্ত উহা আমার উপর ঋণ হিসাবে চাপিয়া থাকিবে। আল্লাহ্‌তায়ালাই উত্তম জানেন, কোন্ অর্থে এই মোহাবেরাটি এই সকল দাঙ্গা সৃষ্টিকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ও প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু যতখানি লক্ষণাবলীর সম্পর্ক সেই ক্ষেত্রেও কোন সন্দেহ নাই যে, এই সকল লোক উপলক্ষ ও ছল-ছুতার তালাশে নিয়োজিত আছে যাহাতে যেভাবেই হউক তাহারা আমাদের প্রিয় দেশে অশান্তি ও দাঙ্গা সৃষ্টি করিয়া দিতে পারে। পক্ষান্তরে জামাত আহমদীয়ার লোক—পুরুষ কি মহিলা—সকলে বদ্ধপরিকর এবং দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ যে, তাহারা এই ফসাদ সৃষ্টি হইতে দিবে না।

অতএব, ইহা এক মনমুগ্ধকর মোকাবেলা। মানুষ যতই আপনাদিগকে উত্ত্যক্ত ও বিরক্ত করুক না কেন, এবং আপনাদিগকে দাঙ্গা বাঁধাইবার উপলক্ষ হিসাবে ব্যবহার করিতে যতই চেষ্টিত হউক না কেন ততই আপনাদের পক্ষে অধিক ধৈর্য এবং দৃঢ়সংকল্পের পরিচয় দেওয়ার ও উত্তম নমুনা দেখাইবার প্রয়োজন রহিয়াছে এবং এই সময়ে ইতিহাসের যে ক্রান্তিলগ্নে আমরা দাঁড়াইয়া আছি, পূর্ণ বিচক্ষণতা ও সজাগ দৃষ্টিতে আমরা উপলব্ধি করিতেছি যে, দেশের এহণ নাজুক অবস্থা ও পরিস্থিতির তাকিদ ও প্রেক্ষিতে কোন কিছুর বিনিময়েও কোন ক্রমেই যেন দাঙ্গা সৃষ্টি হইতে না দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের অদ্ভুত ইতিহাস, এবং বড় দুর্ভাগ্য এই যে, যখনই বাহিরের বিপদাবলী প্রকাশমান হইতে দেখা দেয়, তখনই কতিপয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোক দেশে অনিবার্যরূপে অশান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। তাহারা সুপরিচিত ও সুখ্যাত লোক, এবং তাহাদের ইতিহাস অক্ষয়-অব্যয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য ও ঘটনাবলী সমন্বয়ে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ওয়াকেফহাল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে জানেন ও চিনেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে যাহারা ধোকা খাওয়ার হয় তাহারা তবুও ধোকা খায়। এ দেশে যখনই আভ্যন্তরীণ অশান্তি ও দাঙ্গার উদ্ভব ঘটিয়াছে, তখন সর্বদাই কোন না কোন বাহিরের বিপদ অবশ্যই মাথার উপর দোদুল্যমান ছিল এবং আভ্যন্তরীণ দাঙ্গা ও অশান্তি ঐ বিপদকে শক্তি যোগাইয়াছে। সেজন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক আহমদীর কর্তব্য, সে যেন কোন কিছুতেই দেশে অশান্তি সৃষ্টি হইতে না দেয়।

দেশপ্রেমিক বলিতে আমার উদ্দেশ্য শুধু পাকিস্তানেরই নয় বরং সারা বিশ্বের আহমদীরাই বুঝায় এবং ইহা একটি বাস্তব সত্য যে প্রত্যেক আহমদীই নিজ নিজ দেশ ও মাতৃভূমিকে ভালবাসে। আমাদের শিক্ষা এবং আমাদের ঈমান ইহাই যে, আজ জগৎব্যাপী সকল জাতির মধ্যে সর্বাধিক সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত যদি কোন নাগরিক তাহার দেশকে ভালবাসিয়া থাকে এবং মাতৃভূমির ভালবাসা ও প্রেম তাহার ঈমানের অঙ্গীভূত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা হইল আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিগণ।

আমরা একটু প্রসারিত দৃষ্টিতে তাকাইলে দেখিতে পাই যে সমগ্র বিশ্বই এখন অশান্তি

ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার আকরে পরিণত হইয়াছে এবং জগৎব্যাপী নাশকতামূলক শক্তিগুলি—সেগুলি বৃহৎ দেশগুলির সহিতও সম্পর্ক রাখে এবং তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্র দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্ক রাখে—ইহারা পূর্ণ মাত্রায় কর্মতৎপর, যাহাতে কোন না কোন উপায়ে অশান্তির উদ্ভব ঘটাইতে পারে। সুতরাং ইহাদের মোকাবিলায় এই আন্তর্জাতিক জামাতের সদস্যদের কর্তব্য দাঁড়ায় এই যে, তাহারা যেন নিজ নিজ দেশে যথাসম্ভব এরূপ উপায় অবলম্বন করেন যাহার ফলশ্রুতিতে অশান্তি চাপা পড়ে এবং মাথা তুলিবার সুযোগ না পায়। কিন্তু ইহাও সত্য এবং অস্বীকার করা যায় না যে, আমাদের জামাত দুর্বল; সীমিত শক্তি ও সীমিত প্রভাবের অধিকারী। সেজন্য জরুরী নয় যে, আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠামূলক প্রতিটি চেষ্টাই সফল হইবে। আহমদীগণ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা অপেক্ষাও অধিক তথা কল্পনাতীত ধৈর্যের নমুনাও যদি দেখান—ইহা যদিও সম্ভব, তথাপি জগতে অশান্তি ও দাঙ্গার উদ্ভব ঘটিবে না—ইহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কেননা যাহারা ফসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করিতে মাতিয়া উঠে, তাহারা অদ্ভুত অদ্ভুত ধরণের ছুতা-নাতা তালাশ করিয়া বেড়ায়। কোন যুক্তি-যুক্ত ও ন্যায়-সঙ্গত ওজুহাত না পাওয়া গেলে তাহারা নামাকুল ও সম্পূর্ণ অসঙ্গত বাহানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া লয়।

মেষ-সাবক এবং চিতা-বাঘের পানি পান করার গল্পতো আমাদের জানা-শোনা, এবং এই গল্পটিও শুনিয়া থাকিবেন যে, জনৈক ব্যক্তি যে সদা ঝগড়া বাঁধাইতে উদ্যত থাকিত, সে তাহার স্ত্রীর প্রতিটি কার্যে কোন না কোন ত্রুটি ধরিয়া লইত—কখনও রুটি পুড়িয়া গেল, কখনও কাঁচা থাকিয়া গেল, কখনও লবন বেশী বা মরিচ বেশী হইয়া গেল, আবার কখনও উভয়ই কম হইল, কখনও পানি গরম, কখনও চা ঠাণ্ডা। এইরূপে সেই বেচারী তো ভয়ানক বিপদের মধ্যেই পড়িয়াছিল। প্রতিদিন কোন না কোন ওজুহাত দেখাইয়া স্বামী সদা ঝগড়া বাঁধাইতে উদ্যত থাকিত এবং তাহাকে মার-ধর করিত। একবার তাহার স্ত্রী খুব প্রস্তুতিগ্রহণ করিল। প্রতিটি ব্যাপারে খুবই বেশী সাবধানতা অবলম্বন করিল—লবন, মরিচ না বেশী, না কম, পানি ও চা-এর পরিমাণও সুপরিমিত এবং এইরূপে প্রত্যেকটি জিনিস সযত্নে প্রস্তুত করিল, রুটিও অত্যন্ত সাবধানে সেঁকিল। তারপর তাহার স্বামীর চেহারায় আভাস লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিল। সে (স্বামী) মানসিকভাবে কোন না কোন ছুতা খুঁজিয়া ধরার জন্য অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু কোন ছুতা-নাতা তাহার হাতে পড়িল না। ঝগড়া-ফাসাদ তো অবশ্য তাহার করিবার কথাই ছিল। ইহার জন্য সে যে বদ্ধপরিকর ছিল, ঋণ খাইয়া যে বসিয়াছিল (উর্দু বাগধারায়—অনুবাদক)। সুতরাং পরিশেষে একটা তরকিব চিন্তা করিয়া বাহির করিল এবং বিবিকে বলিল, "ও জালিল নারী! তুই তো হাত দ্বারা রুটি তৈরী করিতেছিস; তোর কনুই কেন নড়িতেছে?" আর এই বলিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। যাহা হউক, স্ত্রী মার খাইয়া বসিয়া থাকিল। তারপর যখন সে পুনরায় আহার করিতে লাগিল, তখন স্ত্রী তাহার দাড়ী ধরিয়া বসিল এবং বলিল, "ও বদবখত তুই! খাইতেছিস তো মুখ দিয়া কিন্তু তোর দাড়ি কেন নড়িতেছে?"

সুতরাং আমি আপনাদিকে বুঝাইতে চাই এই যে, কোন আহমদী দাড়িও ধরিবে না। কোন আহমদীর হাত কোন দাড়ির দিকে উঠিবেও না এবং কাহারও ইজ্জত-আব্রু, ধন-সম্পদ ও মানুষের জীবন ও প্রাণ লইয়াও সে খেলা করিবে না, যদিও ইহার জন্য তাহাকে চরম ও পরম ধৈর্য ধারণ করিতে হউক না কেন। কিন্তু আল্লাহতায়ালার তকদীর অবশ্য স্বাধীন; তিনি মালিক। তাঁহার হাত যদি কোন দাড়ির উপর যাইয়া পড়ে তাহা হইলে উহার কোন একটি চুলও অবশিষ্ট থাকিতে দেয় না। যদি তিনি কাহারও দাড়ি তাহার অবমাননা ও লাঞ্ছনার উদ্দেশ্যে বাছিয়া নেন, তবে ইহা তাঁহার ইচ্ছা। ইহাতে কেহ বাধ সাধিতে পারিবে না। কিন্তু এই ব্যাপারেও আমাদের দোওয়া উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের পক্ষেও নিয়োজিত হওয়া উচিৎ। ধৈর্য ধারণ করিতে হইবে—শুধু তাহাই নয়, বরং তাহাদের জন্য দোওয়াও করিতে হইবে। কেননা যাহার উপর খোদাতায়ালার গজব নাজেল হয় উহা তাহাকে নিপাত ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দেয় এবং এইরূপ জাতিগুলিকে অতীতের কাহিনীতে পরিণত করিয়া রাখিয়া দেয়।

সুতরাং আমরা তো 'রহমতুল্লিল আলামীন" (সাঃ)-এর গোলাম এবং তাঁহারই গোলাম হিসাবে রহিব! কাহারও বিধ্বস্ত অবস্থা দেখিয়া সাময়িক জোশ এবং সাময়িক খুশীর না'রাও নির্বোধ লোকেরাই উত্থাপন করিয়া থাকে। প্রকৃত সত্য ইহাই যে, দুঃখ যে কাহারাও হউক না কেন, দুঃখ দুঃখই বটে, এবং খোদাতায়ালার গজব তো অতীব মহা দুঃখ। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের সত্যকার গোলাম হিসাবে আমাদের অনিবার্যরূপে দোওয়া করা উচিত এবং এই দোওয়াও করা উচিত যে, আমরা যেন কাহারও উপর আজাব নাজেল হইতেও না দেখি। আমাদের দোওয়ার দুইটি দিক বিদ্যমান থাকা উচিত: এক তো নিজেদের জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ অপরের জন্য। নিজেদের জন্য দোওয়া এই যে, "হে খোদা। আমরা তোমার পৃথিবীতে অবশ্য-অবশ্যই শান্তি স্থাপন ও কায়েম রাখার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইব এবং সম্ভাব্য চরম ও পরম ধৈর্যের সহিত কাজ করিয়া যাইব। কিন্তু হে আমাদের প্রভু! তোমার ফজল ব্যতিরেকে ধৈর্য ধারণের তওফিকও কেহ পাইতে পারে না। শুধু নিজের ইচ্ছায় কোন কিছুও লাভ করিতে পারে—মানুষের এরূপ শক্তিই নাই।

আপনাদের মধ্যে হয়তো কাহারও এই ধারণা জন্মাইতে পারে অর্থাৎ আমার সম্বোধিত সকলের মধ্যে যে কেহ—বিশ্বের যেখানেই সে থাকুক না কেন—ভাবিতে পারে, সাধারণরূপে তো দুনিয়াতে এই তকদীরই জারি রহিয়াছে যে, মানুষে যে ইরাদা বা সংকল্প গ্রহণ করে, যে স্কীম তৈরী করিয়া থাকে, সেই সঙ্গে তাহারা দোওয়াও করে না, তবুও তাহাদের তদবীর ও চেষ্টা-প্রয়াসে কিছু না কিছু ফল অবশ্য ফলিয়া থাকে। কিন্তু জামাত আহমদীয়াকে প্রতিবারই কেন তদবীরের সঙ্গে দোওয়ার দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়? ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। মূল বিষয়বস্তু হইতে আপাতঃ দূরে সরিলেও এবিষয়টির উপর আমি কিছুটা আলোকপাত নিশ্চয় করিতে চাই। আমি এই দৃষ্টিকোণ হইতে আল্লাহ-

তায়ালার তকদীরের বিষয়ে খুব গভীররূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছি এবং আমি এই চূড়ান্ত ও নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, যাহারা খোদাতায়ালার মুমিন বান্দা, যাহারা খোদাতায়ালার নিজের জামাত বলিয়া আখ্যাত হয় তাহাদের সহিত আল্লাহতায়ালার ভিন্নতর ব্যবহার। এবং যাহারা দুনিয়াদার—খোদাতায়ালার সহিত যাহাদের কোন সম্পর্ক-সম্বন্ধ নাই, তাহাদের সহিত আবার তাঁহার ব্যবহার ভিন্নরূপ। যাহারা খোদাতায়ালার সহিত সম্বন্ধ চ্ছেদ করিয়া দুনিয়ার হইয়া যায় তাহাদের ক্ষেত্রে শুধু সাধারণ কানুনই জারি ও বলবৎ রহিয়াছে। তাহাদের প্রচেষ্টায় যদি হিকমাত ও পরিশ্রম শামিল থাকে তাহা হইলে উহাতে পার্থিব সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী ফল ধরিতে আরম্ভ করে কিন্তু যাহাদিগকে আল্লাহতায়ালা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের মনোযোগ বার বার তিনি নিজের দিকেই আকৃষ্ট ও নিবদ্ধ রাখিতে চান এবং তাহাদিগকে বলিতে চান এই যে, "আমি তোমাদের এবং আমি ব্যতিরেকে তোমরা কিছুই নহ।" সেজন্য তাহারা যদি দোওয়া না করে তাহা হইল তাঁহাদের সাধারণ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে এইরূপ প্রচেষ্টা যদি দুনিয়াদার ব্যক্তির হইয়া থাকে তাহা হইলে উহাতে ফল ধরে। কিন্তু মুমেন যদি খোদা হইতে গাফিল হইয়া পড়ে এবং নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে খোদাতায়ালা তাহাকে তাহার প্রচেষ্টার সুফল হইতেও বঞ্চিত করিয়া দেন। সুতরাং ইহাতে আপনাদের জন্য একটি চিরস্থায়ী সবক রহিয়াছে।

ইসলামের ইতিহাস এবং আহমদীয়তের ইতিহাস অধ্যয়নেও এই সবক পাওয়া যায় এবং যদি আপনারা দৈনন্দিন জীবনে নিজেদের অবস্থা ও ঘটনাবলীর গভীর দৃষ্টিতে অধ্যয়ন করেন, তাহা হইলেও আপনারা নিশ্চয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে আপনারা যেহেতু আল্লাহ্‌তায়ালার মনোনীত বান্দা এবং তিনি তাঁহার সহিত আপনাদের গভীর সম্পর্ক দেখিতে চাহেন সেজন্য তিনি শুধু তাঁহার ফজল ও করমে আপনাদের সাধারণ প্রচেষ্টাসমূহকে ঐ গভীর সম্পর্কের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছেন যাহা কখনও ছিন্ন হইতে পারে না। যদি আপনারা উহার বিচ্ছেদ ঘটান, তাহা হইলে কোন না কোন বরকত হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িবেন।

আমি পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে কোন কোন প্রচেষ্টা অতি উত্তম হইয়া থাকে এবং খুব পরিশ্রম সহকারে সাধিত হয় কিন্তু যদি গাফিলতি বশতঃ কোন সময় দোওয়ায় এতটুকুও মনোযোগের বিচ্যুতি ঘটে অথবা দোওয়া কম করা হয়, তাহা হইলে বিপরীত ফল প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। তারপর যেমনি দোওয়ার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হয়, তেমনি আবার সকল বিষয় সুষ্ঠুরূপ পরিগ্রহ করিতে আরম্ভ হয়। কাজেই জামাত আহমদীয়ার জন্য অবশ্যই জরুরী যে তাহারা যেন দোওয়ার ব্যাপারে কখনও গাফিল না হয়। ইহার ফলশ্রুতিতে আল্লাহতায়ালার ফজলে আপনারা নিশ্চয়ই সাফল্যলাভে ভূষিত হইবেন। কেননা ইহাই খোদাতায়ালার ওয়াদা।

আমি যে সকল আয়াত তেলাওয়াত করিয়াছি সেগুলিতে খোদাতায়ালা অব্যর্থ ওয়াদা দিয়াছেন যে পরকাল ও পরিণাম মোত্তাকীদের জন্যই অবধারিত এবং উহার সৌভাগ্য তাহাদেরই

ঘটিবে। تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا
—ঐ সকল লোকেরই উহার সৌভাগ্য ঘটিবে যাহারা ব্যক্তিগত বড়াই ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জগতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াস পায় না, তাহাদের নিজদের মর্যাদা বা ক্ষমতার বিষয়ে যাহারা সম্পূর্ণ নির্বিকার হইয়া থাকে। বরং তাহাদের তওক্কল বা আস্থা ও ভরসা একমাত্র তাহাদের রব্বের উপরই ন্যস্ত হইয়া থাকে। 'ওয়াল আকেবাতু লিল মুত্তাকীন'—ইহা একটি চিরাচরিত ও চিরপ্রবহমান অমোঘ বিধান। অর্থাৎ আল্লাহতায়ালা বলেন যে পরিণামে এইরূপ মুত্তাকীদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী, যাহারা সদা আল্লাহকে ভয় করিয়া চলে।

সুতরাং ইহার পরিপ্রেক্ষিতেই কোন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রতি আমাদের লেশমাত্র অভিলাস নাই। শুধু একটি অভিলাসই আছে—যেন সমগ্র বিশ্বব্যাপী আল্লাহতায়ালার হুজুমত কায়েম হইয়া যায়। আমাদের মুকুট হইল প্রিয় আল্লাহতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের মুকুট; আমাদের বাদশাহী হইল ইলাহী বাদশাহী এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; এই ময়দানে আমরা সম্পূর্ণ একা বিরাজ করি।

দুনিয়াতে বাদবাকি যত লোকই ধর্মের নামে চেষ্টা-প্রয়াসে নিয়োজিত, আপনারা তাহাদের সকলের জীবন পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়া লউন, তাহারা বস্তুতঃপক্ষে "উলুভ" অর্থাৎ ব্যক্তিগত বড়াই ও বস্তুবাদী প্রাধান্য লাভের অভিলাসী—কোন না কোন পার্থিব স্বার্থ সম্মুখে রাখিয়া তাহারা ধর্মের নামে ফাসাদ সৃষ্টি করায় আত্মনিয়োজিত। তাহাদের সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা এ আয়াতেই বিশ্লেষণও করিয়া দিয়াছেন যে তাহারা যদি علو অর্থাৎ অন্যের উপর নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী ও অভিলাষী হয় তাহা হইলে ইহার ফলশ্রুতিতে মানবজাতির মঙ্গল ও কল্যাণ কখনও প্রতিফলিত হইবে না। উহা পার্থিব স্বার্থই হউক কিম্বা অন্য কোন উদ্দেশ্য, এই ক্ষেত্রে উহার যে নামই রাখুন না কেন কিন্তু নিয়তের মধ্যে যদি এই আকাঙ্খা থাকে যে, অন্যের উপর যেন তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অন্যের সকল বিষয়-আসয়ের লাগাম যেন তাহাদের মুষ্ঠির মধ্যে আসিয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন যে এই নিয়ত ইহারই জামানত ও স্বাক্ষর বহণ করিবে যে তাহারা ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী, কেননা "উলুভ"—অন্যের উপর প্রধান্য বিস্তারে আত্মোনিয়োজিত ব্যক্তিরা কখনও জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারেনা বরং হরহামেশা ফেসাদ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

এই দিক দিয়া জামাত আহমদীয়া সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কেননা জামাত আহমদীয়া 'উলুভ্' —তথা অন্যের উপর তাহাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কোন অভিলাস নাই। তাহারা শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার অন্তুষ্ট লাভেরই অভিলাসী; তাহারা খোদাতায়ালার রাজত্ব কায়েম করিবার উদ্দেশ্যেই সচেষ্ট; তাহাদের আকাঙ্খা, কোন উপায়ে যেন তাহাদের প্রিয় রবের রেজামন্দি ও সন্তোষ হাসিল হইয়া যায়। সুতরাং এই সকল বিষয়ের এবং এই সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের উপর যদি আপনারা পূর্ণ ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার সহিত কায়েম ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়া যান, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালার শুভ-সংবাদ এই যে:— والعاقبة للمتقين

অনিবার্যরূপে পরিণামে আপনারা বিজয়ী হইবেন। আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে ঐ বিজয়ে ভূষিত করুন। আমীন।

খোৎবা সানীয়া পাঠ কালীন হুজুর (আইঃ) বলেন: গতকাল মাগরিবের নামাযের পর মোকাররম খাজা আবদুল মুমেন সাহেব এ বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করাইলেন যে এখন পুনরায় যেহেতু গরম বাড়িয়া গিয়াছে এবং সহ্যের সীমা ছাড়াইয়া যাইতেছে, সেজন্য পুনরায় দোওয়ায় আত্মোনিয়গের প্রয়োজন এবং আহবাবে-জামাতকে তলকীন (অনুপ্রাণিত) করার আবশ্যক। সুতরাং আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে ইনশা আল্লাহ আগামীকাল জুময়ার খোৎবায় তলকীন করিব। সকালে যখন আকাশে মেঘ দেখিতে পাইলাম তখন আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমার খেয়াল হইল যে এখন যদি দোওয়ার জন্য তলকীন করি তাহা হইলে কোন কোন দুর্বল ঈমানধারী ব্যক্তির হোচটের কারণ হইতে পারে—তাহারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা বশতঃ এমন ধারণাও পোষণ করিতে পারেন যে জামাত আহমদীয়া এ ধরণেরই দোওয়া করিয়া থাকে—এদিকে আকাশে মেঘ দেখিতে পাইল, আর ঐদিকে দোওয়ার তলকীন করিয়া দিল এবং পরে বলিয়া ফেলিল যে দোওয়া কবুল হইয়া গিয়াছে। ইহা বিবেচনা করিতে গিয়া এই ধারণার উদয় হইল যে, তলকীন না করাই উচিৎ। অতঃপর খোদাতায়ালা আমার মনোযোগ এ দিকে ফিরাইলেন যে, ইহাও পূর্ণ বিনয়ের পরিপন্থি। হাজারো মেঘমালা ভাসিয়াও বিনা বর্ষণে চলিয়া যায়! খোদাতায়ালার রহমতের হাজারো লক্ষণও যদি প্রকাশিত ও পরিলক্ষিত হয়, তথাপি সেগুলি আল্লাহতায়ালার ফজল ব্যতিরেকে বাস্তবে রূপায়িত হয় না। সেজন্য কেহ পদস্খলিত হউক বা না হউক সে কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তোমরা তোমাদের খোদাতায়ালার সহিত তোমাদের বিষয়-আসয় এবং আচারণ নির্মল ও সরল রাখ এবং বিনয়ের মোকাম হইতে বিচ্যুত হইও না।

সুতরাং আমি ইরাদা করিলাম যে, অবশ্য-অবশ্য তাহরীক করিব। এ প্রসঙ্গে আমার একটি অতীতের ঘটনা স্মরণ পড়িল। হয়ত পূর্বেও বর্ণনা করিয়া থাকিতে পারি কিন্তু ঘটনাটি মজাদার। একবার আমরা তুষারপাত দেখিবার উদ্দেশ্যে ডেলহৌজি গেলাম। আমরা ছয়-সাতজন বালক ছিলাম। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) একজন মুরুব্বীকে তত্ত্বাবধায়ক ও মুন্তাজিম হিসাবে আমাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। যখন আমরা যাত্রা করিতেছিলাম তখন পথে এক পাহাড়ী বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তি যে আমাদের সহিত বাসে এক সঙ্গেই বসা ছিল, পরস্পর কথাবার্তা চলাকালীন বলিল যে আজকাল মৌসুম এ ধরণের যে তুষারপাত অবশ্যই হইয়া থাকে। মেঘ আসিলেই হয়, তাহা হইলে বরফ অবশ্যই পড়িবে। কিন্তু যদি মেঘ না থাকে তাহা হইলে আবার কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ,—তবে আমি মনে করি যে সেই অজ্ঞতা একটি বড়ই গভীর তত্ত্বপূর্ণ সবক শিক্ষা দিয়াছে, সেজন্য উহা কোন খারাপ বা দোষণীয় অজ্ঞতা ছিল না—আমরা এই দোওয়া করিলাম যে, হে আল্লাহ! মেঘ তুমি পাঠাইয়া দিও, বরফ আমরা নিজেরা তৈরী করিয়া লইব। সুতরাং সাতদিন ব্যাপী আমরা সেখানে অবস্থান

করিলাম। নিরবচ্ছিন্ন ঘণঘটার কারণে সূর্যের মুখও দেখা যায় নাই, শীলাও বর্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু বরফের একখণ্ড (Flake)-ও পতিত হইল না।

সুতরাং আল্লাহতায়'লা ইহা শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন যে, এই লক্ষণাবলী কি জিনিস? এইগুলিতো আমার দাসেরও দাস, আমার আজ্ঞাধীন। আমি আদেশ দান করিব, তারপরেই ইহারা যাহা হয় কিছু করিবে, ইহা ব্যতিরেকে কিছুই করিতে পারে না। ঐ সময় হইতে একটি চিরস্থায়ী শিক্ষা ও সবক আমি লাভ করিলাম যে, বান্দার আসল মোকাম হইল সে যেন (সদা) দোওয়া করে; জাহেরা লক্ষণাবলীর উপর না যায়, সেগুলির উপর কখনও আস্থাশীল না হয়!

সুতরাং আমাদের এখন পুনরায় দোওয়া করা উচিত যে আল্লাহতায়ালা যেন তাঁহার ফজল ও করুণা-বারী বর্ষণ করেন এবং মৌসুমকে বিশেষতঃ দীন-দরিদ্রদের জন্য পরবর্তিত করেন। ধনীদের তো তবুও কিছু না কিছু সুবিধাজনক উপকরণ ও ব্যবস্থাদী থাকে। এখানে রাবওয়ায় আমি সন্ধান লইয়াছি, গরীবদের গৃহের অবস্থা এত অবর্ণনীয় যে তাহারা খুবই ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন যাপন করিতেছে। অতএব, তাহাদের নাম লইয়া যদি দোওয়া করেন, তাহা হইলে আল্লাহতায়ালা ফজল করিয়া দিতে পারেন এবং তাহাতে ধনীরাও উপকৃত হইতে পারিবেন। (আল-ফজল ১লা আগষ্ট ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ (সদর মুরুব্বী)

আহা! কোরেশী মোহাম্মদ হানিফ সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন!! (ইন্না…—রাজেউন)

অত্যন্ত দুঃখ-বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই সংবাদটি জানাইতে হইতেছে যে, সেলসেলার একজন অত্যন্ত মুখলেস, প্রবীণ অকৃত্রীম নিঃস্বার্থ সেবক এবং সদাদোওয়ারত বুজুর্গ হযরত কুরেশী মোহাম্মদ হানীফ কামার সাহেব (বাইসাইকেল পর্যটক ও অবৈতনিক মোবাল্লেগ) বিগত ২২ ও ২৩শে জুলাই ১৯৮৩ইং-এর মধ্যবর্তী রাত্রিতে ৮৩ বৎসর বয়সে রাবওয়ায় ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলাইহে রাজেউন। মৃত্যুপূর্ব কিছুকাল যাবৎ অসুস্থাবস্থায় তিনি তাঁহার পুত্র কুরেশী মোহাম্মদ সাঈদ (জামেয়া আহমদীয়ার কর্মচারী)-এর বাসায় অবস্থান করিয়াছেন। সেখানে কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর তিনি তাঁহার প্রিয় মৌলার সন্নিধানে চলিয়া যান।

২৩শে জুলাই বাদ আসর সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) স্নেহ ভরে মসজিদে মোবারকে মরহুমের জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর বেহেশতি মকবেরা-রাবওয়ায় তিনি সমাধিস্থ হইলে মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা খুরশিদ আহমদ সাহেব, এ্যাডিশনাল নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ দোওয়া করান। (অবশিষ্টাংশ অন্য পৃষ্ঠায় দেখুন)

জুম্‌য়ার খোৎবা

সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[২২শে ওফা ১৩৬২ হিঃ শাঃ/২২শে জুলাই ১৯৮৩ইং মসজিদে আকসা, রাবওয়ায় প্রদত্ত]

গভীর দুঃখ ও মর্মবেদনায় আবৃত একটি খুশীর সংবাদ: আমেরিকায় প্রথমবারের মত একজন আহ্‌মদী যুবকের শাহাদাত বরণের মর্যাদালাভ॥

আমাদের অত্যন্ত মোখলেস ও আত্মোৎসর্গীত যুবক ডাঃ মুজাফফর আহমদকে ডেট্রাইটে একজন কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকান তাঁহার গৃহে গুলীবিদ্ধ করিয়া শহীদ করিয়া দেয়।

এক গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে একই রাত্রে ডেট্রাইটের আহমদীয়া মসজিদ ও মিশনটিও বোমার বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত করা হয়। উক্ত ঘটনাকালে এক বিস্ময়কর স্বর্গীয় সাহায্যপূর্ণ মা'জেযা (আলৌকিক ক্রিয়া) সংঘটিত হয়।

এই সাময়িক দুঃখ অগণিত খুশীর সুচনাকারী সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং খুশী আনন্দ ও দৃঢ়সংকল্প এবং অটল বিশ্বাসের সহিত সম্মুখে আগুয়ান হও এবং দ্রুত অগ্রসরমান হইয়া যাইতে থাক।

আমরা হইলাম ঐ সকল সত্যের পতাকাবাহক যাহাদের স্বভাবে পরাজয় ও অকৃতকার্যতার দেশমাত্র উপকরণ নাই। আল্লাহতায়ালার অটল ও অভ্রান্ত ফয়সালা এই যে, আহমদীয়ত নিশ্চিৎ দুনিয়াতে ক্রমাগত অগ্রসরমান হইয়া ধাবিত হইতে থাকিবে।

তাশহুদ, তায়াওউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) নিম্ন বর্ণিত আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করেন:

يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلوٰة ۔ ان الله مع الصابرين ٥
ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله امواتا ۔ بل احياء ولكن لا تشعرون ٥
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات

وبشر الصابرين ٥ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون ٥
اولئك عليهم صلوت من ربهم ورحمة ۔ واولئك هم المهتدون ٥
(البقرة ١٥٤—١٥٨)

আজ আমি জামাতকে এক গভীর দুঃখ ও মর্ম বেদনায় আবৃত খুশীর সংবাদ শুনাইতে চাই। কোন কোন শ্রোতা আশ্চর্য বোধ করিবেন,এমনও কি কোন খুশীর সংবাদ হইতে পারে যাহা গভীর দুঃখ-বেদনার দ্বারা আবৃত করিয়া পেশ করা যায়?! তবে আমি আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, হাঁ, এইরূপও এক খবর আছে যাহা বড়ই খুশীর খবর কিন্তু যাহা সদা দুঃখ-বেদনার দ্বারা জড়াইয়া উপস্থাপিত করা হয়। আর তাহা হইল শাহাদতের সংবাদ। শাহাদতে এই আশ্চর্যকর বিষয়টি দৃষ্টি গোচর হয় যে উহা অতি মহান সুসংবাদ এবং আনন্দ-বার্তা হওয়া সত্বেও একটা গভীর শোকেরও উদ্ভব ঘটাইয়া থাকে।

যে শাহাদাতের উল্লেখ আমি করিতে যাইতেছি তাহা এক ঐতিহাসিক ধরণের মর্যাদাবহ শাহাদত। কেননা আমেরিকায় এই প্রথম বারের মত আল্লাহতায়ালা একজন মুখলেস আহমদী যুবককে শাহাদতের রোৎবা (উচ্চ মর্যাদা) দান করিয়াছেন এবং আমেরিকার মাটি যে শাহাদতের রক্তের স্বাদ গ্রহণ করিল উহা আমেরিকার দিক দিয়া আহমদীয়তের ইতিহাসে সংঘটিত প্রথম ঘটনা এবং এই শাহাদত এক মহান মর্যাদাপূর্ণ শাহাদত। আমাদের একজন অত্যন্ত মুখলেস এবং আত্মোৎসর্গীত যুবক ডাঃ মোজাফফর আহমদ, যিনি ডেট্রাইটে বাস করিতেন এবং তাঁহার এখলাস ও দ্বীনি কার্যাবলীতে অগ্রগামিতার ফলশ্রুতিতে তাঁহাকে আমেরিকার আঞ্চলিক কায়েদ (যুবক-সংঘ 'খোদ্দামুল আহমদীয়ার' প্রধান) নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তারপর তিনি নিখিল আমেরিকা জামাত আহমদীয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারীও ছিলেন এবং শাহাদত বরণের সময়ে উক্ত ওহদাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 'দাওয়াত-ইলাল্লাহ'র কার্যে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। ইহার কোন মওকা তিনি কখনও যাইতে দিতেন না। এমনটি কখনও হইতে পারিত না যে আল্লাহতায়ালা তাঁহাকে ইসলামের তবলীগের সুযোগ দান করিতেন এবং উহা তিনি কাজে না লাগাইতেন। সুতরাং আজ হইতে তিন দিন পূর্বে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের একজন হতভাগ্য ব্যক্তি তাঁহার গৃহে আসিল এবং তবলীগের ছলনায় তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করিল। ইতিপূর্বেও সে এই সূত্র ধরিয়া আসিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার আতিথেয়তার সৌভাগ্যও গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহার এইরূপ অগ্রহ প্রদর্শনে বস্তুতপক্ষে এক জন নিষ্ঠাবান উৎসাহী মনে করিয়া তিনি তাহাকে পুনরায় আলোচনার সুযোগ দেন। তারপর যখন তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া গৃহের বাহির পর্যন্ত বিদায় দিয়া ফিরিতেছিলেন তখন সে তাঁহাকে গুলি বিদ্ধ করিয়া সেখানেই শহীদ করিয়া দেয়। সেই একই রাত্রে আরও দুইটি ঘটনা ঘটিয়াছিল, যদ্দারা ইহা বুঝা যায় যে, এই সকল ঘটনা এক বড়ই গভীর ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হইয়াছিল। একটি ঘটনা তো এই যে, আমাদের ভ্রাতা লয়ীক বাট সাহেব, যিনি প্রথমে

সেখানকার মোকামী জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন—এখনও বোধ হয় আছেন, তাঁহার গৃহেও আক্রমণ চালানো হয়। কিন্তু আল্লাহতায়ালার ফজলে তিনি নিরাপদ থাকেন। তারপর সেই একই রাত্রে জামাত আহমদীয়ার মসজিদ ও মিশন-হাউসটিকে বোমা দ্বারা বিধ্বস্ত করা হয়। এই মিশন-হাউস সম্বন্ধে আজ সকাল বেলায় প্রথমবার যে সংবাদ আমার নিকট পৌঁছিল উহাতে দুশ্চিন্তার একটা দিক ইহাও ছিল যে, দুইটি লাশ সেখান হইতে হস্তগত হয়। তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধান করা হইলে শীঘ্রই আশ্বস্ত হওয়া গেল যে সেগুলি কোন আহমদীর লাশ নয় এবং আমেরিকার জামাতে অন্য কোথায়ও কোন আহমদী নিখোঁজ হওয়ার কোন সংবাদ জানা যায় নাই। কিন্তু পরে যখন পুলিশ তদন্ত চালাইল, তখন সেই ঘটনায় এক আজিমুশ্বান নিদর্শন পরিলক্ষিত হইল এবং আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে এক কল্পনাতীত ও আশ্চার্যজনক স্বর্গীয় সাহায্যমূলক মো'জেযা প্রকাশমান হইল। প্রমাণিত হইল যে সেই ঘাতক মুজা-ফ্‌ফর আহমদকে শহীদ করিয়া যখন সেখান হইতে সরিয়া পড়ে তখন তাহার একজন সঙ্গীও ছিল এবং এই দুইজন মিলিতভাবে লয়ীক খাঁ সাহেবের গৃহে হামলা চালায় এবং সেখান হইতে ইহারা মসজিদটিকে বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় কিন্তু সেই বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে ইহারা নিজেরাও নিপাত হইয়া যায়।

আমেরিকায় এই ঘটনাটি এক অসাধারণ গুরুত্ব বহণ করে, কেননা যাহারা আমেরিকার পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত আছেন তাহারা জানেন যে সেখানে যদি এই ধরণের ঘাতক হাতছাড়া হইয়া যায় তাহা হইলে তাহার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া নেয় কিন্তু পারে ব্যাপারটা জটিলতা ও অসমাধার মধ্যে ঝুলিয়া থাকিয়া যায়, এবং বিশেষতঃ একটি দুর্বল, নিরস্ত্র, হিনবল, সরল, শান্তিপ্রিয় ও নির্দোষ-নিষ্পাপ জামাত, দেশে যাহার বড় কোন কিছু একটা প্রভাব-প্রতিপত্তি না থাকে, উহার জন্য তো কোন চেষ্টাই করা যাইতে পারে না।

পুলিশের তদন্ত অনুযায়ী "ব্ল্যাক মুসলিম অর্গানাইজেশন" এই অপরাধের জন্য দায়ী। ইহারা হইল ঐ সব লোক, যাহাদিগকে ইসলামের নামে কোন কোন দেশ এরূপ বিভ্রান্তিকর ঘৃণ্য ও জঘণ্য শিক্ষা দেয় এবং তাহাদের অন্তরে এ ধরণের বিশ্বাস জমাইয়া দেওয়া হয় যে অমুসলিমদের সাধারণভাবে কতল করিয়া দেওয়া তোমাদিগকে গাজী ও শহীদের মর্যাদা দান করিবে এবং অকারণে অমুসলিমদের হত্যা করা তোমাদের জন্য জান্নাত লাভের জামানত স্বরূপ। এ লোকগুলি ইতিপূর্বেও বিভিন্ন প্রকারের ভয়ঙ্কর অপরাধ মূলক কর্ম-কাণ্ড ঘটাইয়াছে এবং সুদীর্ঘকাল ব্যাপী তালাশ ও অনুসন্ধান সত্বেও এবং কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা সত্বেও ইহাদের ধরা সম্ভবপর হয় নাই।

সুতরাং দুই-তিন বৎসর পূর্বেকার কথা। সানফ্রানসিস্কোতে এই ধরণেরই ভয়াবহ হত্যা-কাণ্ডের এক ধারাবাহিক শৃঙ্খল চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। সাধারণতঃ যুবক-যুবতী যুগল-দিগকে সহসা নৃশংসরূপে কতল করিয়া পথে-ঘাটে ফেলিয়া দেওয়া হইত এবং তাহাদের এইরূপ

কতলের পিছনে এমন কোন উদ্দেশ্য ও মোটিভ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না, যদ্বারা পুলিশ ঘাতকদের সন্ধান লাভ করিতে পারিত। সুতরাং এই ধরণের চোব্বিশটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। সারা আমেরিকা ব্যাপী ভয়-ভীতি ও স্ত্রাস ছড়াইয়া পড়ে। এইগুলি অতি ভয়ানক অপরাধ ছিল। একই শহরে একটির পর আর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটিয়া যাওয়া কোন সাধারণ ব্যপার নয়। আমেরিকার সমস্ত Investigation Agencies সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলাইল কিন্তু ঐ লোকগুলিকে ধরিতে পারিল না। পরিশেষে অন্য কোন একটা অপরাধের দায়ে একব্যক্তি ঘটনাচক্রে ধরা পড়িল। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যখন অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম অগ্রসর হইল তখন সন্ধান পাওয়া গেল যে, ইহাই হইল সেই দলটি যাহারা মানুষকে হত্যা করিয়া ফেলিত। তাহাদের নিকট হইতে কিছু এরূপ লিটারেচারও হস্তগত হইল এবং কিছুটা তাহারা নিজেরাও বলিয়া ফেলিল যে 'আমাদিগকে যে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে উহাতে এই নির্দেশই দান করা হইয়াছে যে প্রতিটা অমুসলিমকে কতল করিয়া দাও এবং যত বেশী কতল করিবে ততই বেশী সওয়াবের অধিকারী হইতে পারিবে।' অতএব, সেখানে বেচারী এই ধরণের কতকগুলি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন রহিয়াছে যাহাদিগকে ইসলামের সহিত এইভাবেই পরিচিত করানো হইতেছে। তাহারা নির্দোষ; তাহাদের ততটা দোষ নাই যতটা ঐ সকল লোকের, যাহারা তাহাদিগকে সাক্ষাৎভাবে এইরূপ শিক্ষা দান করে এবং তাহাদের সামনে ইসলামের এই চিত্র' আঁকিয়া পেশ করে, এবং ইহারা সরলভাবে তাহাদের কবলে আসিয়া যায়। এমনও কিছু লোক আছে যাহারা পেশাগত অপরাধী ও দুর্বৃত্ত। তাহাদিগকে টাকা-পয়সা দেওয়া হয় যেন তাহারা এই অপরাধ করে। সুতরাং যখন এই ব্যাপারটা ধরা পড়িল এবং ধরাও পড়িল এইভাবে যে, উল্লিখিত নিহতদের মধ্যে একজনের পকেট হইতে সযত্নে রাখা একটি কার্ড পাওয়া গেল এবং সেই কার্ডের উপরে ভিত্তি করিয়া তদন্ত শুরু করা হইল।

এক্ষণে, ইহাতে আরো একটি অলৌকিক সাহায্যের দিক ইহাও বিদ্যমান যে, আমেরিকায় হত্যাকারীকে ফাঁসির শাস্তি প্রদান করা হয় না। ঘাতক ধরা পড়িলেও তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। এই কারণ বশতঃ তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়, এবং যেখানে Organized crime সংঘটিত হয়, সেখানে সাক্ষীদের উপরে অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং পরে জেলখানা ভাঙ্গিয়াও ঘাতকদিগকে উদ্ধার করিয়া নেওয়া হয়। সুতরাং একজন নির্দোষ-নিষ্পাপ আহমদীর ঘাতক একেবারেই পরিষ্কারভাবে হাতছাড়া হইয়া বাঁচিয়া যাইত। কিন্তু খোদাতায়ালার তকদীর তাহাদিগকে এক কদমও পলায়ন করিতে দেয় নাই এবং তাহারা উভয়ে সেই বোমার দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল যে বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইয়া তাহারা মসজিদটিকে উড়াইয়া দিতে আসিয়াছিল। পুলিশ যখন তদন্ত কার্যক্রমে কিছুটা অগ্রসর হইল তখন আরো কতকগুলি অত্যন্ত দুঃখজনক, মর্মান্তিক ও লজ্জাকর ব্যাপারও অনাবৃত হইয়া সামনে আসিল। সুতরাং পুলিশের রিপোর্ট হইল এই যে, ইহারা হইল ঐ সকল লোক যাহাদিগকে কোন

একটি দেশের মৌলবী ও আলেম-উলামারা টাকা-পয়সা খরচ করিয়া নিজেদের সান্নিধ্যে লইয়া গিয়া সেখানে তাহাদিগকে ইহার তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যে আহমদীরা পরম ঘৃণার পাত্র, তাহাদিগকে কতল করা মহাপুণ্যের কাজ, যাহা তোমাদিগকে মহাপুরস্কারের অধিকারী করিবে; উপরন্তু তাহাদিগকে দুনিয়াতেও টাকার লোভ দেখানো হয় এবং পরকালে জান্নাতের সালসা। এবং এইরূপে প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশ পাঠান হয়। অতএব, এই দুইজন ব্যক্তি কোন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্তী হইয়া আগমনকারী ছিল না বরং একটা গভীর ষড়যন্ত্রের অধীনে প্রস্তুতকৃত দুইজন "মুজাহেদীন" ছিল এবং যেহেতু অকুস্থলে ঠিক সময়মত কেসটি ধরা পড়িয়াছে, সেজন্য আল্লাহতালার ফজলে প্রত্যাশা এই যে, অপরাধীদের এই গোটা শৃঙ্খলটাকেই সম্পূর্ণ উদঘাটিত করিয়া নগ্ন করিয়া দেওয়া হইবে।

যাহা হউক, যে ঘটনাটিই ঘটিয়াছে তাহাতে যদি কিছু লোকের মন ও মস্তিষ্কে এই ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকে যে, আহমদীরা ভীত হইয়া পড়িবে অথবা ইহার ফলশ্রুতিতে তবলীগ হইতে বিরত ও নিরস্ত হইবে, তাহা হইলে ইহা তাহাদের নিতান্ত আহাম্মক সুলভ ধারণা। আহমদী তো ভীত হওয়ার জন্য সৃষ্টই হয় নাই। আহমদীর অন্তর এবং তাহার সাহসিকতার সম্বন্ধে এই সব লোক ওয়াকিফহালই নয়। আহমদীরা তো দাবী করে এই যে, আমরা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের গোলাম এবং তাঁহারই সেনা। মানুষের দৃষ্টি আমাদের শান ও পদমর্যাদ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। তাহারা অবগত নয় যে আমরা কে এবং কোন পর্যায়ের লোক! আমরা জানি যে কদমে কদমে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আমাদের সাথে রহিয়াছে। সেজন্য ইহার কোন প্রশ্নই উঠে না যে আমেরিকার ডেট্রাইট কিম্বা পৃথিবীর অন্য কোথায়ও এই ধরণের নৃশংস ক্রিয়া-কাণ্ডের ফলশ্রুতিতে আহমদীরা তবলীগ হইতে বিরত হইয়া পড়িবে। তাহারা তো অবশ্য-অবশ্য দাওয়াত ইলাল্লাহ (আল্লাহর দিকে আহ্বানের) কাজ জারী রাখিবে এবং ইহাতে নিরবচ্ছিন্নধারায় আত্মনিয়োজিত থাকিবে। এবং এক হইতে একশত এবং একশত হইতে হাজার এবং হাজার হইতে লক্ষ লক্ষ "দায়ী ইলাল্লাহ" সৃষ্টি হইতে থাকিবে। সেজন্য কোন ভয়-ভীতি বা শংকার কোন লিখিত মওকা বা কথাই নাই। শাহাদত তো দায়ী-ইলাল্লাহ-এর দায়িত্ব পালনকারী জাতিদের তকদীরে ও নির্দিষ্ট হইয়া থাকে এবং শাহাদত এনআম ও পুরস্কার স্বরূপ নির্ধারিত হইয়া থাকে। শাস্তি স্বরূপ নির্ধারিত হয় না। সেজন্য আমি ঐসকল ব্যক্তিদিগকে যাহারা এই মর্মাঘাতে সব চাইতে বেশী প্রভাবিত হইয়াছেন অর্থাৎ ডেট্রাইটের লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছি যে, হে ডেট্রাইট ও আমেরিকায় অন্যান্য শহরে বসবাসরত আহমদীগণ! এবং পূর্ব ও পশ্চিমে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে বাসকারী ইসলামের আত্মোৎসর্গীরা! এই সাময়িক দুঃখ-বেদনায় ভাঙ্গিয়া পড়িবে না, কেননা ইহা অগণিত খুশী ও আনন্দের কারণ ও অগ্রদূত সাব্যস্ত হইতে যাইতেছে। এই শহীদকে মৃত বলিও না, বরং সে জীবিত। এবং সেই পথ হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণও পিছন হাটিবে না যে পথে সেই 'মর্দে-সাদেক' (নিষ্ঠাবান পুরুষ) বহু অগ্রগামী হইয়াছে,

তোমাদের কদম যেন কম্পমান না হয়; তোমাদের সংকল্প যেন দোলায়িত ও দুর্বল হইয়া না পড়ে। দেখ! তোমরা খুব বুঝিয়া শুঝিয়া এবং পুর্ণ মা'রেফত ও একীনের সহিত নিজেদের জন্য সত্যের সেই পথ গ্রহণ করিয়াছ, যে পথে সালেহিয়াতের পর একটি শাদাদতের মঞ্জিলও আসিয়া থাকে। উহাকে ভীতি ও ত্রাসের মাঞ্জিলে পরিণত হইতে দিও না।

ইহা তো অতি উচ্চ ও সুমহান পুরস্কার প্রাপ্তির মঞ্জিল, যেখানে পৌছিবার জন্য লাখো লোক লালায়িত থাকিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, এবং লক্ষ লক্ষ লোক ইহার জন্য লালায়িত হইতে থাকিবে। হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাঃ)-এর (অন্তিমকাল পূর্ব) ঐ সময়টির কথা স্মরণ করুন যখন মৃত্যু-শয্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একজন ইয়াদতকারী (তাহার পার্শ্বে আসিয়া সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি) আশ্চর্য ভরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে আল্লাহর তলোয়ার। তুমি তো নির্ভয় ও নির্ভিক কোষমুক্ত অসিরূপে জেহাদের ময়দানে ঐ সব কঠিনতম ও ভয়াবহ মূহুর্ত ও মঞ্জিলগুলিতে বিরাজ করিয়াছ, যেখানে বড় বড় বাহাদুরদেরও কলিজা শুকাইয়া যাইত! আজ তুমি মৃত্যু হইতে এত ভীত ও সন্ত্রস্ত কেন? এই কাপুরুষতা তোমায় শোভা পায় না। খালিদ (রাঃ) তাহাকে জবাব দিলেন, না, না, খালিদ বিন ওলীদ মৃত্যুকে ভয় পায় নাই বরং এই দুঃখে ভারাক্রান্ত যে, রাহে-খোদাতে সে শাহাদতের সৌভাগ্য লাভে ভূষিত হইতে পারে নাই। দেখ, এই খালিদ (রাঃ)-ই ছিলেন যিনি প্রতিটি জেহাদের ময়দানে এই বাসনা লইয়া গিয়াছিলেন যে হায়, তিনিও যদি ঐ সকল খোশ-নসীবদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন যাহাদিগকে আল্লাহর পথে শহীদ করা হইয়াছে। এই মনোবাঞ্ছা লইয়া তিনি প্রতিটি বিপদ-সঙ্কটের ঘণিপাকে ঝাঁপ দিয়াছেন; প্রতিটি নাজুকতম স্থানে পৌছিয়াছেন যেখানে মস্তক মানব-দেহ হইতে ছিন্ন করা হইতেছিল এবং মানব-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে টুকরা টুকরা করা হইতেছিল। কিন্তু ঐরূপ প্রতিটি স্থান হইতে তিনি গাজী হইয়া ফিরিলেন এবং শাহাদতের পেয়ালা পান করিতে পারিলেন না। সুতরাং মৃত্যু-শয্যায় ঐ প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে হযরত খালিদ (রাঃ) তাঁহার দেহের ঐ সকল দাগ দেখাইলেন যেগুলি জেহাদের ময়দানে ক্ষত-বিক্ষত তাঁহার গাত্রের জখমসমূহ পিছনে রাখিয়া গিয়াছিল। তাঁহার দেহ হইতে কাপড় সরাইয়া তিনি তাঁহার উদর ও বক্ষ দেখাইলেন। বাহুদ্বয় অনাবৃত করিয়া কাঁধের গ্রন্থি পর্যন্ত অসংখ্য ক্ষত-চিহ্নে আচ্ছাদিত দেহের বিচিত্র অবস্থা তাহার সামনে খুলিয়া পেশ করিলেন এবং বলিলেন, দেখ! এবং এই দেখ, আর এই দেখ এবং হে প্রত্যক্ষকারী! এখন তুমিই আমাকে বল, এক ইঞ্চি পরিমাণও কোন স্থান কি তুমি দেখিতে পাও যেখানে আল্লাহর পথে খালিদ (রাঃ) জখমে জর্জরিত হয় নাই? কিন্তু হায় আফসুস, খালিদ (রাঃ) শহীদ হইতে পারিল না! এই গভীর মর্ম-বেদনায় আজ আমি মোহ্যমান; ইহা ঐ সকল জখম অপেক্ষা বহুগুণ বেশী মর্মবিদারক, যে সব জখম শাহাদত লাভের আশা ও স্পৃহায় আমি বরণ করিয়া ছিলাম।

সুতরাং হে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের এতায়াতের দুয়ার দিয়া তাঁহার দিকে যাত্রাপথে ধাবমান ব্যক্তিগণ! তোমাদের জীবনের এই পবিত্র সফরে অনিবার্যরূপে সালেহিয়াত অপেক্ষা

উচ্চতর মোকাম ও মার্গসমূহও আসিবে। খুব স্মরণ রাখিবে যে ইহা ভয়-ভীতি ও ত্রাস এবং ক্ষয়-ক্ষতির পথ নয়, বরং ইহা হইল অগণিত ও অফুরন্ত পুরস্কার লাভের একটি পার্বত্য গিরিপথ, যে পথে পুরস্কারের প্রতিটি মঞ্জিল পূর্বেরটির চাইতে উচ্চতর। সুতরাং খুশী ও আনন্দ, ইস্পাত-কঠিন সংকল্প ও অবিচল বিশ্বাসের সহিত সম্মুখে আগুয়ান হও।

ইসলামের তবলীগ ও প্রচারের যে প্রেরণা-উচ্ছাস আমার মওলা করীম—খোদাতা-য়ালা আমার হৃদয়ে জাগরূক করিয়াছেন এবং যে দীপ-শিখা আজ লক্ষ লক্ষ আহমদীর অন্তরে প্রজ্জলিত হইয়া চলিয়াছে, উহা নিস্প্রভ হইতে দিবে না, উহা নিস্প্রভ হইতে দিবে না। তোমাদিগকে আমি এক ও অদ্বিতীয় খোদার কসম দিয়া বলিতেছি যে, তোমরা কখনও উহা নিস্প্রভ হইতে দিবে না। এই পবিত্র আমানতের হেফাজত করিও। আমি প্রতাপান্বিত মহামর্যাদাবান খোদার পবিত্র নামের শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা যদি এই নূরের প্রদীপের বিশ্বস্ত রক্ষী হিসাবে স্থিরচিত্তে কায়েম থাক, তাহা হইলে খোদাতা-য়ালা কখনও ইহাকে নিস্প্রভ হইতে দিবেন না। এই দীপ-শীখা উচ্চ হইতে উচ্চতর হইবে এবং বিস্তার লাভ করিবে এবং এক হৃদয় হইতে আর এক হৃদয় আলোকিত হইয়া যাইতে থাকিবে এবং সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টিত করিয়া ফেলিবে এবং সকল অন্ধকারকে আলোক রশ্মিকায় পরিবর্তিত করিয়া দিবে।

হে আহমদীয়তের অহিতকামী ব্যক্তিবৃন্দ! তোমাদের নামে আমার একটি পয়গাম আছে। এই জ্যোতির দিকে হে কুদৃষ্টিপাতকারী ব্যক্তিবর্গ! শোন, তোমরা ইহাকে নির্বাপিত করিতে তোমাদের অপপ্রয়াসে কখনও কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারিবে না। এই সমুন্নত প্রদীপ এমন নহে যাহা তোমাদের পাশবিতার কলঙ্কে কলঙ্কিত ফুৎকারে নির্বাপিত করা যাইতে পারে। জোর-জবরদস্তি মূলক কোন শক্তি এই নূরের দীপ্ত শীখাকে কখনও দমাইয়া দিতে সক্ষম হইবে না। সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা তাকাইয়া দেখ যে, মুজাফফর আজও জীবিত, বরং পূর্বাপেক্ষা শতগুণ অধিক জীবনের অধিকারী হইয়া বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং হে মুজাফফর! তোমার প্রতি সালাম (শান্তি)। কেননা তোমার পশ্চাতে লক্ষ লক্ষ 'মুজাফফর' আগে বাড়িয়া তোমার স্থান লইবার জন্য অস্থির ও অধীর-চিত্তে উৎ-কণ্ঠিত হইয়া আছে।

এবং হে মোজাফফরের জীবনশীখা নির্বাপনকারী ঘাতকবৃন্দ! তোমরা তাহাকে অমর জীবনের অমৃতসুধা পান করাইয়াছ। জীবন তাহার অংশে পড়িয়াছে এবং মৃত্যু তোমাদের ভাগ্যে লিখিত হইয়াছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত কুরআনী শিক্ষা ও দৃষ্টি-ভঙ্গী এক অতি পবিত্র ও সুমহান এবং সর্বব্যাপক দৃষ্টি-ভঙ্গী। ইহাকে জোর-জবরদস্তি মূলক ঘৃণ্য ও কুষ্টরোগ গ্রস্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীতে পরিবর্তনকারী হে ব্যক্তিবৃন্দ! এবং ধর্মের পবিত্র উৎস হইতে প্রস্ফুটিত নির্মল ও অমর প্রীতি ও ভালবাসাকে ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতায় রূপান্তরকারী হে ব্যক্তিবর্গ! প্রতিটি নূরকে অগ্নিতে এবং প্রতিটি রহমতকে দুঃখ-নির্যাতনে পরিবর্তনে আগ্রহী হে হতভাগ্য ব্যক্তিগণ!

যাহারা মানব বলিয়া আখ্যাত হও! স্মরণ রাখিও যে, তোমাদের প্রতিটি পার্থিব তদ্বীর মহাপ্রতাপান্বিত খোদাতায়ালার প্রবল তকদীরের সহিত ধাক্কা খাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইবে। তোমাদের সকল নাপাক ইরাদা ও পুতিদুর্গন্ধময় পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইবে এবং মহা মহিয়ান আল্লাহতায়ালার অবধারিত ফয়সালার দুর্ভেদ্য প্রস্তরের সহিত আঘাত খাইতে খাইতে তোমরা নিজেদের মাথাই ভাঙ্গিবে। তোমাদের বিরুদ্ধাচরণের ফেনাসমূহ সম্বলিত প্রতিটি তরঙ্গ ইসলামের তীরের সহিত ধাক্কা খাইয়া বিক্ষিপ্ত হইয়া ব্যর্থতায় ফিরিয়া যাইবে এবং উহা সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি পাইবে না। হে ইসলামের মোকাবিলায় উত্থানকারী দৃশ্য ও অদৃশ্য, অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য শক্তিসমূহ! শোন, তোমাদের তকদীরে (ভাগ্যলিপিতে) ব্যর্থতা, আবার ব্যর্থতা এবং আবার ব্যর্থতা ও অকৃতকার্যতা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এবং দেখ, ইসলামের উদ্দেশ্যে নিবেদিতপ্রাণ আত্মোৎসর্গকারী আমরা হইলাম সেই 'মর্দানে হক্ক'—সত্যের পতাকাবাহী সত্যবান পুরুষ, যাহাদের প্রকৃতি ও স্বভাবে ব্যর্থতার লেশমাত্র উপকরণ ও সংমিশ্রণ নাই।

আল্লাহতায়ালা দেখাইবেন—সেই দিন দূরে নহে, যখন প্রতিটি কথা, যাহা আজ আমি আপনাদের নিকট বর্ণনা করিলাম বাস্তবে মূর্ত হইয়া সত্য বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কেননা এগুলি আমার মুখ নিঃসৃত কথা নয় বরং এগুলি হইল ঐশী-তকদীরের এরূপ অটল ও অবিচল ফয়সালা যাহা কখনও পরিবর্তিত হয় নাই এবং কখনও পরিবর্তিত হইবে না। আহমদীয়াত কখনও বিফল মনোরথ হইবার নহে, এবং কোন একটি মাঞ্জিলেও বিফল মনোরথ হইবে না। ইহার চির-অগ্রগামিতা অবশ্যম্ভাবী।

সুতরাং হে বন্ধুগণ! যাহারা আহমদীয়া জামাতের সহিত সংশ্লিষ্ট আছ, তোমরা আল্লাহতায়ালার পথে যত বেশী শাহাদত পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করিবে, তত বেশী সাফল্য তোমাদের তকদীরে লিখিত ও অবধারিত হইবে। আল্লাহ করুন যে এইরূপ হয় এবং শীঘ্র ইসলামের বিজয় আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া লই।" (আল-ফজল, ২২শে আগষ্ট ১৯৮৩ইং)

অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ**, সদর মুরুব্বী।

"তোমরা যদি চাহ যে, স্বর্গে ফেরেস্তাগণও তোমাদের প্রশংসা করুক, তবে তোমরা প্রহার ভোগ করিয়াও সদানন্দ রহিবে, কুবাক্য শুনিয়াও কৃতজ্ঞ রহিবে। নিজেদের ইচ্ছার বিফলতা দেখিয়াও আল্লাহ্‌র সহিত তোমাদের সম্বন্ধ বিচ্ছেদ করিবে না। তোমরাই আল্লাহ্‌তায়ালার শেষ ধর্মমণ্ডলী। সুতরাং পুণ্যকর্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যাহা হইতে আর উৎকৃষ্টতর দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নহে।" (কিশ্‌তিয়ে নুহ পৃঃ ২৯) —**হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)**

সংবাদ ঃ

দূরপ্রাচ্যে তবলীগে-ইসলামের উদ্দেশ্যে সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)-এর ঐতিহাসিক সফর

রাবওয়া : ২২শে জহুর/আগষ্ট—সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) দূরপ্রাচ্যের চারটি দেশ—সিঙ্গাপুর, ফিজি আইল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলংকার তবলীগি ও তববিয়তী সফরের উদ্দেশ্যে রাবওয়া হইতে আজ তৃপহর সাড়ে চার ঘটিকায় রওয়ানা হন।

এই ঐতিহাসিক সফরে রওয়ানা হওয়ার শুভ মূহুর্তে রাবওয়ার অধিবাসীগণ বিপুল সংখ্যায় সমবেত হইয়া হুজুর (আইঃ)-কে বিদায় অভিবাদন জ্ঞাপন করেন।

হুজুর (আইঃ) আসরের নামাজ মসজিদে মোবারকে পড়ান এবং ইহার পরে পরেই ইজতেমায়ী দোওয়া করান। অতঃপর পৌণে পাঁচ ঘটিকায় দূরপ্রাচ্যে সফরের উদ্দেশ্যে মোটরকার যোগে লাহোর রওয়ানা হইয়া যান।

রওয়ানা হইয়া পথে প্রথমে হুজুর (আইঃ) বেহেশতী মোকবেরায় হযরত সৈয়্যদনা আম্মাজান (নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহা), সৈয়্যদনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ), হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (রহঃ) এবং অন্যান্য বুজুর্গানের মাজারে দোওয়া করেন।

হুজুর (আঃ)-এর এই সফরটি দূরপ্রাচ্যে জামাত আহমদীয়ার তথা ইসলামের কোন খলিফার ইহাই প্রথম সফর। সেই হিসাবে উক্ত অঞ্চলে এই সফরের ফলশ্রুতিতে তবলীগে-ইসলামের একটি নবযুগের সূচনা ঘটিতে চলিয়াছে।

হুজুরের কাফিলায় হুজুর (আইঃ)-এর হারেম মোহতারেমা হযরত সৈয়্যদা আসেফা বেগম (মুদ্দাজিল্লোহাল আলী), হুজুরের দুই সাহেবজাদী সাহেবান, মোহতারম চৌধুরী হামীদুল্লাহ সাহেব (উকীলে আ'লা, তাহরীকে জদীদ) এবং মোকাররম ইউসুফ সলীম মালেক সাহেব (এম, এ, ইনচার্জ, দ্রুতলিখনী বিভাগ) হুজুরের সঙ্গে রহিয়াছেন।

হুজুরের খোৎবা-জুময়া ঃ

রাবওয়াঃ ১৯শে আগষ্ট—হুজুর (আইঃ) আজ এখানে জুমার নামায পড়ান এবং জুময়ার খোৎবা প্রদান করেন। তাশাহুদ তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর সুরা মরিয়মের ২-১০নং কুরআনী আয়াত-এর উদ্ধৃতি দিয়া দোওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়ে আলোকপাত করেন এবং দোওয়ার ক্ষেত্র এক বিশেষ আকর্ষণশক্তি সম্পন্ন একাগ্রচিত্ততা ও নিবিষ্ট মনোযোগ মুলক অবস্থা উদ্ভাবিত হওয়ার গুরুত্বের বিষয়ে আলোকপাত করেন।

হুজুর বলেন, এই ভূমিকা আমি এই জন্য পেশ করিয়াছি যাহাতে আহ্বাবে-জামাতকে আমার আসন্ন বিদেশ সফরের জন্য দোওয়ার তাহরিক করি। কেননা বিগত (ইউরোপ

ও স্পেন) সফরের অভিজ্ঞা এই যে আহ্বাবে-জামাতের দোওয়ার ফলশ্রুতিতে আল্লাহতায়ালা বিরাট আকারে ফজল নাজেল করিয়াছিলেন।

হুজুর জামাতকে এই শুভ-সংবাদ দান করেন যে খোদাতায়ালার ফজল ও করমে অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশেও জামাত আহমদীয়ার ইসলাম-প্রচার-কেন্দ্র (মিশন-হাউজ) এবং মসজিদ তামির হইতে চলিয়াছে। এই সফরকালীন সময়ে ইনশাআল্লাহ উহারও ভিত্তি স্থাপন করা হইবে। এইরূপে বিশ্বের সকল মহাদেশে জামাত আহমদীয়ার মিশন এবং মসজিদ সমূহ কায়েম হইয়া যাইবে। হুজুর বলেন, আমি সিঙ্গাপুর, ফিজি, আষ্ট্রেলিয়া এবং শ্রীলঙ্কা সফর করিব। এই সফর প্রায় সোয়া একমাস স্থায়ী থাকিবে।

হুজুর বলেন : রাবওয়া হইতে আমার অবর্তমানে কায়েমোকাম নাজের আ'লা মোকাররম সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব নিয়োজিত হইবেন কিন্তু এই কায়েমোকামী পূর্ণ এখতিয়ারসম্পন্ন হইবে। এতদ্ব্যতীত, রাবওয়ার আমীর মোকামী হইবেন মোহতারম সাহেবজাদা মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব। মসজিদে-মোবারকে ইমামুস-সালাত মোকাররম সূফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেব, মোকাররম মৌঃ দোস্ত মোহাম্মদ সাহেব শাহেদ এবং হাফেজ মোজাফফর আহমদ সাহেব হইবেন। জুমার খোৎবা প্রদান করা আমীর মোকামীর হক্। তিনি নিজে অথবা ইমামুস-সালাত বন্ধুদের মধ্যে যে কোন একজনকে জুময়ার খোৎবা প্রদানের জন্য বলিতে পারেন।

হুজুর **বিশেষভাবে তাকিদ** দিয়া বলেন : সফর কালীন সময়ে কেন্দ্রে বসবাসকারী সকলে পরস্পরের সহিত প্রীতি ও ভালবাসা বজায় রাখিয়া চলিবেন! কোন রকমের কথাতেও উত্তেজিত হইবেন না এবং প্রত্যেক প্রকারের সীমালঙ্ঘণে—উহা তাহাদের দৃষ্টিকোণের দিক দিয়া ভিতর হইতেই প্রকাশিত হউক (খোদা করুন যেন ঐরূপ কোন কিছুই না ঘটে) অথবা জামাতের বাহির হইতেই প্রকাশিত হউক—উভয় ক্ষেত্রে ধৈর্য ও স্থৈর্য সহকারে বরদাস্ত করিবেন। কেননা খলিফায়ে-ওয়াক্ত যখন কেন্দ্র হইতে বাহিরে যান তাঁহার বড় রকমের একটা চিন্তা অন্যান্য বিষয় ব্যতীত কেন্দ্র সম্বন্ধেও হইয়া থাকে! সেজন্য নফসে-আম্মারাকে (কুমন্ত্রণাদাতা প্রবৃত্তিমূলক আত্মাকে) দমন করিয়া রাখিবেন এবং শান্তি ও স্বস্তি এবং পারস্পরিক ভালবাসা, সৌহার্দ ও ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখিয়া দিন গুজরান করিবেন। (আল-ফজল ২১শে আগষ্ট ১৯৮৩ইং)

ডেটরায়েটে আমেরিকান জামাত আহমদীয়ার ঐতিহাসিক বার্ষিক সম্মেলন

অলৌকিক সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত

আমেরিকান জামাত আহমদীয়ার বার্ষিক সম্মেলন যুক্তরাষ্টের মিশিগান ষ্টেটের কেন্দ্রীয় নগরী ডেট্রায়েটে বিগত ১২, ১৩ ও ১৪ই আগষ্ট ১৯৮৩ইং তারিখে আল্লাহতায়ালার ফজল ও করমে অলৌকিক সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়!

উল্লেখযোগ্য যে মাত্র কয়েকদিন পুর্বে ডেটরায়েটের আহমদীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত কতকগুলি অসাধারণ সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকাণ্ড এবং একজন আহমদীর শাহাদাতের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত এই বার্ষিক সম্মেলনটি এক বিরাট ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহণ করে। ইহাতে আমেরিকা ও কানাডার দুরদুরান্ত অঞ্চল হইতে আগত এক হাজারেরও অধিক আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির অসাধারণ ঈমানবর্ধক সমাবেশ ঘটে। প্রথমে সম্মেলনটি নির্ধারিত তারিখগুলিতে ডেট্রায়েটস্থ ইউনিভার্সিটির হলে অনুষ্ঠিত হওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ইউনিভার্সিটির পক্ষ হইতে অত্যন্ত সংকীর্ণ সময়ে অস্বীকৃতি জানান হইলে হুজুর (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে একটি উন্মুক্ত বাগানের খোলা ময়দানে সম্মেলনটি অধিকতর সম্প্রসারিত সুব্যবস্থার মধ্য দিয়া সর্বোতভাবে কল্পনাতীত সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়। এই ঐতিহাসিক সম্মেলনটি পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন এবং নিউজ এজেন্সীসমূহের গভীর অনুরাগ ও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহাদের প্রতিনিধিরা সম্মেলনের সকল কার্যক্রম ও অনুষ্ঠানাদির সংবাদ, মন্তব্য ও অভিমত লিপিবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিপুল সংখ্যায় সম্মেলনে যোগদান করেন এবং তাহারা শুধু প্রতিটি অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদই দেন নয় বরং ইসলাম ও জামাত আহমদীয়া সম্বন্ধে নেতৃস্থানীয় আহমদীদের ইন্টারভিউও সাবিস্তারে প্রকাশ ও প্রচার করেন। ইহার ফলে এই সম্মেলনের দ্বারা সারা দেশময় ইসলাম ও জামাত আহমদীয়ার শিক্ষা ও কর্মধারা ব্যাপক প্রচার সাধিত হয়। বিশেষভাবে এ বিষয়টির কথা উল্লেখ করা হয় যে জামাত আহমদীয়া জগতে যে ইসলাম পেশ করিতেছে তাহা সন্ত্রাসবাদ ও জোর-জবরদস্তির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এইসব কার্যকলাপ হইতে উহা সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। ইহার নীতি ও শিক্ষা সর্বতোভাবে প্রেম, ভালবাসা, গভীর ভ্রাতৃত্ব বোধ, মানবীয় সহানুভূতি, পারস্পরিক সৌহার্দ ও শান্তি প্রিয়তার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। জামাত আহমদীয়া শুধু শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিশ্বাসী এবং উক্ত নীতির উপর কার্যতঃ কঠোর ভাবে পরিচালিত। আল্লাহতায়ালার অসাধারণ ফজল ও করমে সম্মেলনের ঐ সপ্তাহকাল ব্যাপী সারা আমেরিকায় ইসলাম ও জামাত আহমদীয়ার পবিত্র ও কল্যাণকর শিক্ষার ব্যাপক প্রচার অব্যাহত থাকে এবং এখনও অব্যাহত আছে। এইরূপ অসাধারণ প্রচার জামাতের পক্ষে অর্বুদ অর্বুদ টাকা ব্যয় করিয়াও সম্ভবপর ছিলনা। (অসমাপ্ত)

(আল-ফজল ১৬ই আগষ্ট হইতে সংকলিত ও অনুদিত)

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে, সে নিজ হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)

কুরেশী মোঃ হানিফ সাহেবের ইন্তেকাল

[১৩ পৃষ্ঠার পর]

মরহুম আজাদ কাশ্মীরের জিলা মীরপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯১৪ইং সালে আহমদীয়ত গ্রহণ করেন এবং ঐ সময় হইতেই তবলীগে-ইসলামের উদ্দেশ্যে বাইসাইকেল যোগে পাক-ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পর্যটন করিয়া তা'লীম তরবিয়ত এবং তবলীগের কাজে জীবনের শেষ প্রান্ত অবধি আত্মোনিয়োজিত থাকেন। তিনি প্রায় ৫৬ হাজার মাইল ব্যাপী তাঁহার তবলীগি বাইসাইকেল যোগে সফর করেন। মলকানা অঞ্চলে দ্বীনের প্রশংসনীয় খেদমত সমাধা ব্যতীত তিনি উড়িষ্যা, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অত্যন্ত কামিয়াবির সহিত ২৩টি মুবাহাসা করেন এবং দ্বীনে-হক্ক প্রচারের উল্লেখযোগ্য খেদমত পালন করেন। সুদৃশ্য ধর্মীয় জ্ঞানমুলক ও তবলীগি চার্ট স্বহস্তে লিখিয়া প্রস্তুত করার এবং বিজ্ঞাপনাদি ছাপাইয়া বহু সংখ্যায় বিতরণ করার বিশেষ আগ্রহ রাখিতেন এবং আজীবন সযত্নে তাহা করিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত সুব্যবহার, বিনয়, প্রফুল্লচিত্ততা, নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম, নির্ভীকতা, দ্বীনি খেদমতের অদম্য স্পৃহা এবং সদা দোওয়ায়, রত থাকা তাঁহার কতকগুলি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট ছিল।

মরহুম দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন ছিলেন তারুয়া জামাতের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুর রাজ্জাক সাহেবের ভগ্নী মরহুমা করীমুন্নেসা সাহেবা। মরহুম তিন পুত্র, এক কন্যা এবং শোকসন্তপ্তা বিধবা রাখিয়া যান। তাঁহার এক পুত্র কুরেশী মোহাম্মদ সাদেক মিডিল ইষ্টে চাকুরীরত আছেন এবং আর এক পুত্র কুরেশী মোঃ আরেফ তারুয়া খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ হিসাবে দ্বীনি খেদমতে নিয়োজিত আছেন। আল্লাহ তায়ালা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদৌস তাঁহার সান্নিধ্যের উচ্চ মোকাম দান করুন এবং তাহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকলকে উত্তম ধৈর্য্যধারণের তৌফিক দিন। আমীন।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফিজ বেগম সাহেবা (মুদ্দাজিল্লুহালআ'লী)-এর আরোগ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য বিশেষ দোওয়ার আহ্বান

হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সাক্ষাৎ সন্তানদের মধ্যে বর্তমানে একমাত্র জীবিত—(আল্লাহ তাঁহাকে দীর্ঘজীবি করুন) পবিত্র ও পুণ্যবতীকে কন্যা হযরত সৈয়্যদা আমাতুল হাফীজ বেগম সাহেবা কিছুদিন যাবৎ গুরুতর অসুস্থ আছেন।

দৈনিক আল-ফজলে তাঁহার বর্তমান স্বাস্থ্যগত অবস্থা জানাইয়া মোহতারম কায়েমোকাম নাজেরে-আলা সুফী গোলাম মোহাম্মদ সাহেবের পক্ষ হইতে আহ্বাবে-জামাতকে তাঁহার আশুরোগ মুক্তি ও কল্যাণময় দীর্ঘায়ুর জন্য সবিশেষ দোওয়ার আহ্বান জানানো হইয়াছে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী হযরত সৈয়্যদা বেগম সাহেবার জন্য নিয়োমিত সকাতর দোওয়া ও সদকা-খয়রাত জারি রাখিবেন।

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন:

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the propprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 283635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar